প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সময়কালে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা

[Education in India During Ancient and Medieval Period]

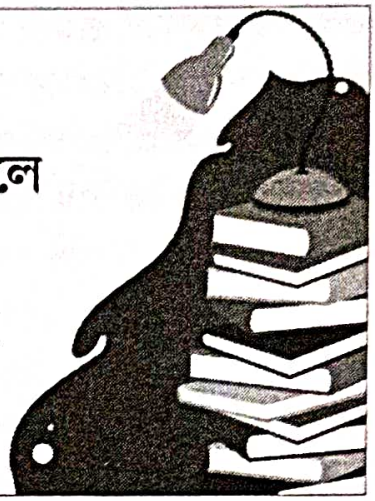

ভূমিকা (Introduction)

ভারতবর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি রাষ্ট্র, যা সুপ্রাচীনকাল থেকে এক উন্নত ধরনের সভ্যতার নিদর্শন বহন করে এসেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেরও শিক্ষার বিকাশের একটি নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। এই ইতিহাস সুদূর প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রসারিত। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস যদি ভালোভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, আর্যদের এদেশে আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দু-হাজার বছর আগে আর্যসভ্যতার যুগে অনার্য ধারার সঙ্গে আর্য শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা মিলিত হয়ে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা। আর্য এবং অনার্য উভয় সভ্যতার সংমিশ্রণে যে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা ইতিহাসে **প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা** নামে পরিচিত।

আর্য সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষে বেদ নির্ভর যে শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা **বৈদিক শিক্ষা** নামে পরিচিত। এই যুগে গুরুকুল বা গুরুর আশ্রমই ছিল শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এই গুরুকুলেই গুরু শিষ্যদের পুত্রের মতো স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে কিছু নৈতিক শিক্ষা দিতেন। বিনিময়ে শিষ্যরা গুরুর সেবা, যত্ন এবং অন্যান্য কিছু দায়িত্ব পালন করতেন। বৈদিক যুগে শিক্ষার মাধ্যম বলতে কিছু ছিল না। শুনে শুনে বেদের কিছু অংশ মনে রাখতে হত বলে **বেদের আর-এক নাম ছিল শ্রুতি।**

কালক্রমে বৈদিক শিক্ষা একটু উন্নত রূপ নিয়ে জন্ম নিল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা। এই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি জীবনোপযোগী। এই শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তবে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অগণতান্ত্রিক। কেন-না এখানে সমাজের সকল শ্রেণির লোকেদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। প্রধানত ব্রাহ্মণরাই ছিল শিক্ষাদীক্ষার অধিকারী।

তাই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রতিবাদ স্বরূপ গড়ে উঠল আর-এক ধরনের বিশে শিক্ষাব্যবস্থা, যা ইতিহাসে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা নামে পরিচিত। এখানে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশে সমাজের সকল শ্রেণির লোকেদের শিক্ষার অধিকার ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার এই গণতান্ত্রি দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আজও প্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের আদর্শ এব পবিত্র কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী চরিত্রবান ও ধার্মিক মানুষ সৃষ্টি করাই ছিল ইসলামি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তবে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় কোনোরূপ বর্ণবৈষম্য না-থাকলেও নারীশিক্ষা ছিল যথেষ্ট অবহেলিত।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায় (Different Phases of Ancient Indian Education): প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে এর কতকগুলি বিকাশমূলক পর্যায় খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার বিকাশ সংগঠিত হয়েছে। এই তিনটি পর্যায় হল—

1. বৈদিক শিক্ষা (Education of Vedic period)
2. প্রান্তীয় বৈদিক শিক্ষা বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা (Education of Late Vedic period or Brahmanic system of Education)
3. বৌদ্ধ শিক্ষা (Buddhistic system of Education)

বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা (Education of vedic period)

প্রাচীন ভারতে আর্য সভ্যতার যুগে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 1500 থেকে খ্রিস্টপূর্ব 500 পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বেদ নির্ভর যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছিল ইতিহাসে সেটাই **বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা** নামে পরিচিত। আর এই বৈদিক যুগের শিক্ষার প্রথম পর্যায়টি **আদি বৈদিক শিক্ষা** নামে পরিচিত। আসলে আদি বৈদিক শিক্ষা প্রাচীন ভারতে মানুষের সামাজিক জীবন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of vedic system of Education)

বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলি হল—

(i) বেদই ছিল শিক্ষার একমাত্র প্রধান বিষয়।

(ii) এই যুগে লেখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শুনে শুনে বেদকে মনে রাখতে হত।

(iii) শিক্ষাশ্রম বা গুরুকুলগুলি জনবহুল এলাকা থেকে দূরে নির্জন প্রকৃতির কোলে গড়ে তোলা হত।

(iv) বর্ণভেদ প্রথা তখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে সকলের শিক্ষার সমান অধিকার ছিল।

(v) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষার চেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল।

(vi) শিক্ষা ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক। সমাজে গুরুর স্থান সবার ঊর্ধ্বে ছিল, এমনকি রাজার থেকেও ঊর্ধ্বে।

(vii) শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি এবং জাগতিক বিষয়বস্তুর মায়াজাল থেকে মুক্তিলাভ।

(viii) এই যুগে শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের গুরুগৃহে থাকা, পরা এবং বিদ্যার্জনের জন্য কোনো অর্থ প্রদান করতে হত না।

(ix) বৈদিক যুগে শিক্ষা ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করত না। শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণরূপে গুরুকেন্দ্রিক।

বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য (Aims of vedic Education)

সকল শিক্ষাব্যবস্থা কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলে। এই লক্ষ্যগুলিই সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলে। বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থারও তেমন কতকগুলি লক্ষ্য রয়েছে, যেগুলি হল—

(i) **আত্মোপলব্ধি ও মোক্ষলাভ (Self realization and salvation):** বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল আত্মতৃপ্তি ঘটানো এবং জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করা। যার মাধ্যমে শিক্ষার চরমতম লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি ও মোক্ষলাভ করা সম্ভব।

(ii) **দৈহিক বিকাশ (Physical Development):** 'A Strong body has a strong mind'– এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সম্ভবত সে যুগেও দৈহিক বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হত। ভিক্ষা সংগ্রহ করা, জ্বালানি সংগ্রহ করা, পশুপালন, গুরুগৃহের দেখাশোনা করা, কৃষিকাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেহচর্চা করানো হত।

(iii) **মানসিক বিকাশ (Mental Development):** গুরুর কাছে বেদ এবং অন্যান্য বিষয় শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনার তথা মানসিক বিকাশ ঘটানো হত। তাছাড়াও আলোচনার মাধ্যমে মানসিক বিকাশ সাধন করা ছিল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

(iv) **নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশসাধন (Moral and Spiritual Development):** বৈদিক যুগের শিক্ষার একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশসাধন। কারণ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা একজন ব্যক্তির আচার আচরণের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে থাকে। ধর্মপ্রচার, উপাসনা, ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বিকাশসাধন করা হত।

(v) **নাগরিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ (Development of Civic and Cultural Values):** সেযুগে মনে করা হত যে, একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে পালন করবে। সেজন্য শিষ্য এবং গুরু সকলেই সহযোগিতা, সহধর্মিতা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিশেষ গুণগুলির অনুশীলন করত।

(vi) **বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশ (Development of Vocational Efficiency):** জীবনে চলার জন্য জ্ঞানমূলক দিক ছাড়াও ব্যাবহারিক দিকের কর্মদক্ষতা থাকা

অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই বৈদিক যুগে শিক্ষার একটি লক্ষ্য হিসেবে বৃত্তিমূলক বিভি দক্ষতা, যেমন—পশুপাখি পালন, জ্যোতির্বিদ্যা, গান-বাজনা ইত্যাদি চর্চা করাে হত।

(vii) **চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ (Character Development):** বৈদিক সমাজে চরিত্র গঠনকে সর্বোচ্চ ধর্ম বলে বিবেচনা করা হত। শিক্ষার মধ্য দিয়ে আদর্শ চরিত্রগঠনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হত। গুরুভক্তি, সত্যবাদিতা, সু-অভ্যাস, সদাচরণ, সহযোগিতা, ভালোবাসা, সহনশীলতা ইত্যাদি মানবীয় গুণগুলির দ্বার চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো হত।

(viii) **ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ (Development of Personality):** বৈদিক যুগে শিক্ষার অন্যতম একটি লক্ষ্য হল ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। সেজন্য আত্মবিশ্বাস, আত্মোপলব্ধি, বিচারবোধ, আত্মসম্মানবোধ, আত্মসংযম ইত্যাদির বিকাশের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হত।

পাঠ্যক্রম (Curriculum)

বৈদিক যুগে পাঠ্যক্রম ছিল মূলত বেদ নির্ভর। চতুর্বেদ যথা—**ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ** এবং **অথর্ববেদ** ছিল পাঠ্যক্রমের মূল বিষয়বস্তু।

ঋগ্‌বেদ: ধারণা করা হয় ঋগ্‌বেদ মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন দলিল। 'ঋগ' শব্দের অর্থ হল 'প্রশংসা করা'। এখানে ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, মারুতি প্রভৃতি দেবতার স্তব করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন মন্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সামবেদ: 'সাম' শব্দের অর্থ হল 'গান'। সামবেদ হল কতগুলি গান বা স্তবের সমন্বয়, যা ঋগ্‌বেদ থেকে এসেছে। বলা হয় যে, যদি ঋগ্‌বেদ শব্দ হয় তবে সামবেদ সেই শব্দের গান বা অর্থ।

যজুর্বেদ: এটি হল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পুস্তক। এটি একজন পুরোহিতকে দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় নানান যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকর্ম পালনের বিধিনিষেধ প্রদান করে থাকে।

অথর্ববেদ: অন্যান্য তিনটি বেদের মতো 'অথর্ববেদ' পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত নয়। বরং এখানে বৈদিক মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানের পথনির্দেশ করা হয়েছে। যেমন—নানা রোগের প্রতিকার, পাপের কুফল থেকে মুক্তি, দীর্ঘ জীবনলাভের উপায় ইত্যাদি। কখনও এটিকে জাদুবিদ্যার বেদ বলা হয়েছে, যদিও অনেক পণ্ডিতগন এই কথাটি অনুমোদন করেনি।

নির্ভুল যতি, মাত্রা ও ছন্দ সহযোগে বেদ পাঠ শেখানো হত। বেদ আবৃত্তিতে সঠিক উচ্চারণের ওপর জোর দেওয়া হত। শুধু আবৃত্তি নয় তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তন ও মননশীলতারও গুরুত্ব দেওয়া হত।

বেদ ছাড়াও পাঠক্রমে ব্যাকরণ, ছন্দ, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বিভিন্ন ব্যাবহারিক কাজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method)

বৈদিক যুগে লেখার কোনোরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে শিক্ষার্থীরা গুরুদের কাছে শুনে শুনে জ্ঞান লাভ করত। **শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন** এই তিনটি প্রক্রিয়াই ছিল বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষালাভের একমাত্র উপায়। 'শ্রবণ' অর্থাৎ, গুরুর কাছে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শোনা। 'মনন' অর্থাৎ, সেই জ্ঞানকে নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে তাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা এবং 'নিদিধ্যাসন' অর্থাৎ, একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে অর্জিত জ্ঞানের সত্যকে উপলব্ধি করা ও নিজ জীবনে প্রয়োগ করা। বৈদিক যুগে উচ্চারণ ও আবৃত্তির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। গুরুরা তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাদানের সময় ব্যক্তিগত ও দলগত পদ্ধতিও ব্যবহার করতেন। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাবহারিক কাজকর্ম যেমন পশুপালন, কৃষিকাজ, আশ্রমের দেখাশোনা করা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভের সুযোগ শিক্ষার্থীরা পেত।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক (Teacher-pupil Relation)

বৈদিক যুগে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল অতি পবিত্র ও মধুর। এককথায় বলতে গেলে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো। গুরু যেমন শিক্ষার্থীদের রোগশয্যায় পাশে থেকে মায়ের মতো সেবা করতেন, শিষ্যদের নিজগৃহে রেখে খাওয়াতেন, পরতে দিতেন, পড়াতেন এবং বিনিময়ে কোনোরূপ অর্থ বা পারিশ্রমিক নিতেন না, শিষ্যরাও তেমনই গুরুগৃহে গুরুর সেবায় সারাক্ষণ মগ্ন থাকত, গুরুর আশ্রমের কাজকর্ম করত, গুরুর যাবতীয় আদেশ নির্দ্বিধায় মেনে চলত। ফলে দেখা যায় বৈদিক যুগে পিতা-পুত্র সুলভ এক সুন্দর পবিত্র ও নির্ভেজাল সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের মধ্যে গড়ে উঠত। দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থী তাদের পাঠকাল শেষ হওয়ার পরেও সেই পবিত্র সম্পর্কের মায়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারত না। তারা সারাজীবন গুরুর সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিত।

শৃঙ্খলাবোধ (Discipline)

বৈদিক যুগে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের চলতে হত। গুরুর আশ্রমের যাবতীয় নিয়মকানুন, রীতিনীতি শিক্ষার্থীদের অবশ্যই মেনে চলতে হত। নিয়মভঙ্গ করলে শাস্তি প্রদান করা হত। শিষ্যকে চিন্তায়, কাজেকর্মে সংযত জীবনযাপন করতে হত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Educational Institution)

বৈদিক যুগে মূল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল গুরুকুল বা গুরুর আশ্রম। এই গুরুকুলগুলি জনবহুল এলাকা থেকে দূরে নির্জন প্রকৃতির কোলে গড়ে উঠত।

শিক্ষক (Teacher)

বৈদিক যুগে গুরুরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। প্রকৃত গুরু হতেন চরিত্রবা নৈতিক, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, সুপন্ডিত, নিঃস্বার্থ, স্নেহপ্রবণ-সহ সকলরক ভালোগুণের অধিকারী। সেযুগে গুরুরা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে শ্রধেয় ব্যক্তি এবং সর্বো স্থানের অধিকারী। এমনকি রাজারাও তাঁদের শ্রাধা করতেন।

নারীশিক্ষা (Women Education)

বৈদিক যুগে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে নারী-পুরুষ সকলের শিক্ষার সমান অধিকার ছিল। মেয়ে শিক্ষাদান করা ছিল পিতামাতার অন্যতম কর্তব্য। মহিলারাও উপনয়ন অনুষ্ঠানে যোগদান কর পারত। যতদিন না-মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে ততদিন তারা পড়াশোনা করতে পারত। অন্যদি যারা বিয়ে করত না, তারা সারাজীবন পড়াশোনায় নিযুক্ত থাকত। এমনকি তারা বেদ পড়ানো অনুমতিও লাভ করত।

উপসংহার (Conclusion)

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা বেদে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এর বিষয়বস্তু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বেদ ছাড়াও নানা দি যেমন—ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, সপবিদ্যা, নৈতিকজ্ঞান ইত্যাদি নানা দিকে এই শিক্ষার সম্প্রসার ঘটেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় নারীদের যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে এক উদারনৈতিক চিন্তাধারার পরিচ ফুটে উঠেছে। যা পরবর্তীতে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা (Brahmanic system o Education)

ভূমিকা (Introduction)

বৈদিক যুগের শেষে অর্থাৎ প্রান্তীয় বৈদিক যুগে বেদকে কেন্দ্র করেই আর-একধরনে শিক্ষাব্যবস্থা জন্মলাভ করে, যা ইতিহাসে **প্রান্তীয় বৈদিক শিক্ষা'** বা **ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা** না পরিচিত। মূলত এই শিক্ষা-ব্যবস্থা হল আদি বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নত রূপ। এই যুগে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গুরুগৃহে বসবাসকালে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা আত্মসংযম ও আত্মশৃঙ্খলার দীক্ষায় দীক্ষিত হত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য যুগে জাতিভেদ ব বর্ণভেদ প্রথা প্রকট হয়ে ওঠায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শিক্ষার অধিকার থাকলেও শূদ্র শিক্ষার অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তাই বলা হয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা আদি বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো গণতান্ত্রিক ছিল না। এই শিক্ষা ক্রমে অগণতান্ত্রিক হ পড়ে। এই যুগে শিক্ষায় বাস্তব জগতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় 'জীবনের জন্য শিক্ষা, শুধু মুক্তি লাভের জন্য শিক্ষা নয়'।